PURE EARTH
BANGLADESH

প্রেস রিলিজ

সিসা দূষণ প্রতিরোধে নতুন অগ্রগতিঃ দূষিত স্থান চিহ্নিতকরণ ও প্রতিকার বিষয়ক দুই জাতীয় নির্দেশিকা যাচাইকরণ

হোটেল ইন্টারকন্টিনেন্টাল ঢাকা, বাংলাদেশ | ২৫ জানুয়ারি ২০২৬: পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন পরিবেশ অধিদপ্তর (DoE) এবং পিওর আর্থ (Pure Earth)-এর যৌথ উদ্যোগে আজ ঢাকার ইন্টারকন্টিনেন্টাল হোটেলে 'টক্সিক সাইট আইডেন্টিফিকেশন প্রোগ্রাম (TSIP) গাইডলাইন' এবং 'সিসা-দূষিত স্থানের প্রতিকার ও ঝুঁকি হ্রাস নির্দেশিকা' (Remediation and Risk Reduction Guideline) বিষয়ক একটি ভ্যালিডেশন কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়েছে। মানসম্মত, ঝুঁকি-ভিত্তিক এবং পরিবেশ উপযোগী নিয়ন্ত্রক ব্যবস্থার মাধ্যমে সিসা দূষণ মোকাবিলায় বাংলাদেশের প্রচেষ্টায় এই কর্মশালাটি একটি মাইলফলক হিসেবে চিহ্নিত হয়েছে।

উক্ত কর্মশালায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়ের সচিব ড. ফারহিনা আহমেদ। সিসা দূষণ মোকাবিলায় প্রণীত দুটি গুরুত্বপূর্ণ জাতীয় নির্দেশিকা পর্যালোচনার লক্ষ্যে অর্ধশতাধিক সরকারি কর্মকর্তা, প্রযুক্তি বিশেষজ্ঞ, উন্নয়ন সহযোগী সংস্থা, বেসরকারি খাত এবং শিক্ষাবিদগণ এই অনুষ্ঠানে অংশ নেন।

বাংলাদেশ বিশ্বের অন্যতম সিসা-প্রভাবিত দেশ হিসেবে পরিচিত, যেখানে লক্ষ লক্ষ শিশু বিপজ্জনক মাত্রার সিসার সংস্পর্শে আসছে, যা তাদের স্বাস্থ্য, বুদ্ধিবৃত্তিক বিকাশ এবং অর্থনৈতিক উৎপাদনশীলতাকে হুমকির মুখে ফেলছে। এই সমস্যা সমাধানে পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়, পিওর আর্থ এবং এফএফইএম (FFEM)-এর সহায়তায় সিসা-দূষিত স্থানসমূহ, বিশেষ করে অনানুষ্ঠানিক ব্যাটারি রিসাইক্লিং থেকে সৃষ্ট দূষণ শনাক্তকরণ এবং প্রতিকারের সক্ষমতা বৃদ্ধিতে কাজ করছে।

কর্মশালায় অনুমোদিত নির্দেশিকা দুটি একটি সুদীর্ঘ ও পরামর্শমূলক প্রক্রিয়ার মাধ্যমে তৈরি করা হয়েছে। এর মধ্যে মাঠপর্যায়ে প্রয়োগ, সরকারি কর্মকর্তাদের প্রশিক্ষণ এবং কারিগরি মতামতের সমন্বয় নিশ্চিত করা হয়েছে, যাতে এই নথিগুলো বাস্তবধর্মী এবং বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে বাস্তবায়নযোগ্য হয়।

জনস্বাস্থ্য ও পরিবেশ রক্ষায় প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা জোরদার করার ওপর গুরুত্বারোপ করে পরিবেশ অধিদপ্তরের মহাপরিচালক ড. মো. কামরুজ্জামান এনডিসি বলেন, "এই নির্দেশিকাগুলোর অনুমোদন সিসা- দূষিত স্থানগুলো সুশৃঙ্খলভাবে শনাক্তকরণ এবং প্রশমিত করার ক্ষেত্রে পরিবেশ অধিদপ্তরের সক্ষমতা বৃদ্ধি করবে, বিশেষ করে অনিয়ন্ত্রিত ও অবৈধ ব্যাটারি রিসাইক্লিংয়ের কারণে সৃষ্ট দূষণ রোধে এটি কার্যকর ভূমিকা রাখবে।"

পিওর আর্থ বাংলাদেশের কান্ট্রি ডিরেক্টর মিতালী দাস বলেন, "বাংলাদেশে পিওর আর্থ পরিচালিত চারটি সিসা প্রতিকার প্রকল্পে আমরা মাটিতে সিসার পরিমাণ ৭০,০০০ পিপিএম *(ppm)* পর্যন্ত পেয়েছি, যেখানে মার্কিন পরিবেশ সংরক্ষণ সংস্থা *(US EPA)*-এর মানদণ্ড হলো ২০০ পিপিএম। এসব স্থানে শিশুদের রক্তে সিসার মাত্রা পাওয়া গেছে ৪৭ *µg/dL*, যেখানে সিডিসি *(CDC)*-এর মানদণ্ড ৩.৫ *µg/dL* এবং বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার মতে রক্তে সিসার কোনো নিরাপদ মাত্রা নেই।" পরে তিনি ভবিষ্যতে যেন এমন বিপজ্জনক দূষিত স্থান তৈরি না হয়, তার জন্য প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থা তৈরির ওপর জোর দেন।

প্রধান অতিথির বক্তব্যে ড. ফারহিনা আহমেদ বলেন, "আগামী ১০ বছরের মধ্যে যদি আমরা ব্যবহৃত ব্যাটারির সঠিক ব্যবস্থাপনা নিশ্চিত করতে না পারি, তবে এটি দেশের জন্য একটি মহামারি আকার ধারণ করবে। এই কর্মশালার পর আমরা এই নির্দেশিকাগুলোকে আনুষ্ঠানিকভাবে আইনি কাঠামোতে রূপান্তর করার চেষ্টা করব।"

কর্মশালায় পিওর আর্থ-এর প্রোগ্রাম ম্যানেজার আফতাব উজ জামান খান এবং পিওর আর্থ ইউএসএ-এর প্রযুক্তি বিশেষজ্ঞ রবার্ট কুর্কজিয়ান নির্দেশিকাগুলোর মূল নীতি ও ব্যবহারিক প্রয়োগের দিকগুলো তুলে ধরেন। এছাড়া পিওর আর্থ

ইউএসএ-এর এশিয়া অঞ্চলের প্রোগ্রাম ডিরেক্টর লারা ক্র্যাম্প সিসা দূষণ রোধে বাংলাদেশের নেতৃত্বের প্রশংসা করেন এবং কারিগরি সহায়তা অব্যাহত রাখার প্রতিশ্রুতি ব্যক্ত করেন।

পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব ড. ফাহমিদা খানম বলেন, "গাইডলাইন বাস্তবায়নের জন্য সঠিক নীতি ও প্রবিধান প্রয়োজন। আমরা আগামী এক মাসের মধ্যে এই নির্দেশিকাগুলো চূড়ান্ত করতে চাই যাতে সরকার কার্যকরভাবে সিসা-দূষিত স্থানগুলো ব্যবস্থাপনা করতে পারে।"

উল্লেখ্য যে, কর্মশালায় পরিবেশ অধিদপ্তরের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ উইং বা শাখার পরিচালক এবং উপ-পরিচালকবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন, যার মধ্যে বর্জ্য ও রাসায়নিক ব্যবস্থাপনা, মনিটরিং ও এনফোর্সমেন্ট, ঢাকা ল্যাবরেটরি, বায়ুমান ব্যবস্থাপনা, ইআইএ (EIA), পরিবেশগত ছাড়পত্র, আইটি (IT) এবং জলবায়ু পরিবর্তন ও আন্তর্জাতিক কনভেনশন শাখা অন্যতম। এছাড়াও, অন্যান্য সরকারি সংস্থা যেমন স্বাস্থ্য অধিদপ্তর (DGHS), ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন (DNCC), জাতীয় রাজস্ব বোর্ড (NBR), কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর (DIFE), মৃত্তিকা সম্পদ উন্নয়ন ইনস্টিটিউট (SRDI) এবং উন্নয়ন সহযোগী সংস্থা আইসিডিডিআর,বি (icddr,b), ইউনিসেফ (UNICEF) ও এসডো (ESDO)-এর প্রতিনিধিবৃন্দও এই কর্মশালায় অংশগ্রহণ করেন।

যাচাইকৃত নির্দেশিকাগুলো দূষিত স্থানসমূহ সুশৃঙ্খলভাবে শনাক্তকরণ, ঝুঁকির অগ্রাধিকার নির্ধারণ এবং প্রতিকার ও ঝুঁকি-হ্রাসমূলক পদক্ষেপ বাস্তবায়নে পরিবেশ অধিদপ্তরের ওপর অর্পিত দায়িত্ব পালনে সরাসরি সহায়তা করবে; যা উন্নত জনস্বাস্থ্য সুরক্ষা, সীসা দূষণ হ্রাস এবং পরিবেশগত সুশাসন শক্তিশালী করতে অবদান রাখবে বলে অংশগ্রহণকারীরা একমত পোষণ করেন।

কর্মশালাটি উক্ত নির্দেশিকাগুলোর যাচাইকরণ থেকে প্রয়োগের ধাপে যাওয়ার অঙ্গীকারের মাধ্যমে শেষ হয়, যেখানে দেশব্যাপী এই নির্দেশিকাগুলোর প্রাতিষ্ঠানিকীকরণ এবং সমন্বিত প্রয়োগের পরবর্তী পদক্ষেপগুলো নির্ধারণ করা হয়।